মূলশব্দাবলী
ইস্তিয়াহ
সক্ষমতা/ সামর্থ
হজ্জ্ব
ইবাদত

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
22 May 2026 / 5 Zulhijjah 1447H

ইসলামে ইবাদতের বিধানসমূহ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি—তাঁর সকল আদেশ পালন করে এবং সকল নিষেধ থেকে দূরে থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এবং আমাদের প্রিয় হাজীদেরকে, যারা এই বছর হজ পালন করছেন, ইস্তিতা'আহ—অর্থাৎ ইসলামের বিধানসমূহ সর্বোত্তমভাবে পালন করার সামর্থ্য ও সক্ষমতা—দ্বারা সমৃদ্ধ করুন এবং তাদের ইবাদত ও সৎকর্মসমূহ কবুল করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

সুরা আল বাকারার ২৮৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অর্থঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

এই আয়াতটি সাধারণত জীবনের পরীক্ষা ও বিপদের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়; অর্থাৎ আল্লাহ এমন কোনো পরীক্ষা আমাদের ওপর আরোপ করেন না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা আত্মিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়।

একই সঙ্গে, পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ, যেমন Imam Al-Qurtubi এবং Imam At-Tabari, মত প্রকাশ করেছেন যে এই আয়াতটি মূলত মানুষের সেই সক্ষমতাকে নির্দেশ করে, যার মাধ্যমে সে নির্ধারিত ইবাদতসমূহ পালন করতে পারে। ইবাদতের ক্ষেত্রে এই সক্ষমতাকেই ‘ইস্তিতা‘আহ’ বলা হয়।

প্রিয় ভাইয়েরা,

ইস্তিতা‘আহ অর্থাৎ সামর্থ্য বা সক্ষমতার ধারণাটি শাহাদাতের দুই ঘোষণার পর ইসলামের প্রতিটি স্তম্ভের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে তাকে বসে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রোজার ক্ষেত্রে, অসুস্থ ব্যক্তি রোজা রাখা থেকে অব্যাহতি পায়। যাকাত কেবল তাদের ওপর ফরজ, যারা সম্পদের অধিকারী এবং হাওল ও নিসাবের শর্ত পূরণ করে। আর হজ—তা তখনই ফরজ হয়, যখন একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা অর্জন করে।

এই উদাহরণগুলো দেখায় যে ইসলামের স্তম্ভসমূহ ইবাদতের পথকে সহজ করে দেয়। এটি কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার অসীম রহমতের এক উজ্জ্বল প্রকাশ নয়?

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের মানবিক সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর রহমতের ব্যাপকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৮-এ:

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

অর্থঃ "আর আল্লাহ তোমাদের জন্য (কষ্ট) লাঘব করতে চান; কেননা মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

প্রিয় ভাইয়েরা,

ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে যখন আমরা সামর্থ্যের (ইস্তিতা'আহ) অভাব বা তা হারিয়ে ফেলার কারণে কোনো কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তখন আমাদের জন্য নিচের তিনটি বিষয় স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ:

প্রথমত: ইস্তিতা'আহ আল্লাহর তাকদিরেরই অংশ

যেকোনো বয়সে একজন মানুষ শারীরিক সক্ষমতা, আর্থিক স্থিতি বা মানসিক সামর্থ্য হারাতে পারে। যদি আমরা এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে ইস্তিতা'আহ হারিয়ে ফেলা আল্লাহর তাকদিরেরই অংশ। একজন মুমিন আল্লাহর ফয়সালার মোকাবিলা অসন্তুষ্টি দিয়ে করে না; বরং ধৈর্য, পূর্বে ও বর্তমানে প্রাপ্ত সক্ষমতার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং আন্তরিক দোয়ার মাধ্যমে তা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত: ইস্তিতা'আহের অভাব মানেই সৎকর্মের সুযোগ হারিয়ে ফেলা নয়

কোনো নির্দিষ্ট ইবাদত পালনে অক্ষম হওয়া এই অর্থ বহন করে না যে একজন মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। একইভাবে, সামর্থ্য থাকা মানেই এই নয় যে কেউ আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কেউ কোরবানি দিতে না পারলে এর অর্থ এই নয় যে

সওয়াব লাভের সুযোগ তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। হতে পারে, তার ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং অন্যান্য ইবাদতে আন্তরিকতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট কোনো অংশে কম মর্যাদাপূর্ণ নয়।

তৃতীয়ত: ইস্তিতা'আহের অভাব মানেই আল্লাহর ভালোবাসার অভাব নয়

কেউ কেউ অন্যদের সক্ষমতার সঙ্গে নিজের তুলনা করে মনে করতে পারেন যে আল্লাহ তাদের কম ভালোবাসেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা—যেমন বহু প্রতীক্ষিত হজের সুযোগ এসে যাওয়ার পরও শারীরিক অক্ষমতার কারণে হজ পালন করতে না পারা—কখনো কখনো আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন বলে মনে করা হয়। ওয়াল 'ইয়াযু বিল্লাহ। এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে যে এর পেছনের হিকমত একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। হয়তো এটি হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য, কোনো অদেখা গাফিলতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, অথবা আরও রহমতের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার আগে আত্মাকে প্রস্তুত করার জন্য ঘটে থাকে। আর যদি আমরা এর অন্তর্নিহিত হিকমত বুঝতে অক্ষম হই, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন আমাদের জন্য কী কল্যাণকর। প্রকৃতপক্ষে, এসবই আমাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার এক গভীর ও সুন্দর নিদর্শন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

হজের মৌসুম আগমনের প্রেক্ষিতে, এই খুতবা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে হজ কেবল তাদের ওপরই ফরজ, যাদের ইস্তিতা'আহ রয়েছে—অর্থাৎ শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিদ্যমান।

নিশ্চয়ই, হজ্জ্ব মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আহ্বান। যদি সেই আহ্বান এখনো আমাদের কাছে না এসে থাকে, তবে আমরা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হই এবং তাঁর সম্পর্কে কোনো খারাপ

ধারণা পোষণ না করি। আসুন, আমরা একটি হাদিসে কুদসির কথা স্মরণ করি, যার অর্থ: "আমি (আল্লাহ) আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, তেমনই; এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি।" (বুখারি ও মুসলিম)।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আজকের খুতবা শেষ করার আগে, আসুন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট দোয়া করি যেন তিনি সর্বদা আমাদেরকে ইবাদত পালন ও সাধ্যমতো সৎকর্ম করার সুযোগ এবং ইস্তিতা'আহ দান করেন। একই সঙ্গে, পবিত্র ভূমিতে অবস্থানরত হাজীদের জন্যও আমরা দোয়া করি, যেন তারা সর্বদা আল্লাহর হেফাজতে থাকেন এবং সকল কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকেন। পরিশেষে, আমরা আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লার নিকট এ দোয়াও করি যে, তিনি যেন একদিন আমরাও তাঁর পবিত্র ঘরের মেহমান হওয়ার ইস্তিতা'আহ লাভ করি। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أن لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِين، وَتابِعِي التَّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ، والمُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم والأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ والوَباءَ والحَرْبَ والاعْتِداء. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِين، وَفِي كُلِّ مَكانٍ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، واكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ والأَمْنَ والأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ ولِلنَّاسِ أَجْمَعِين. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنا عَذابَ النَّار.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.